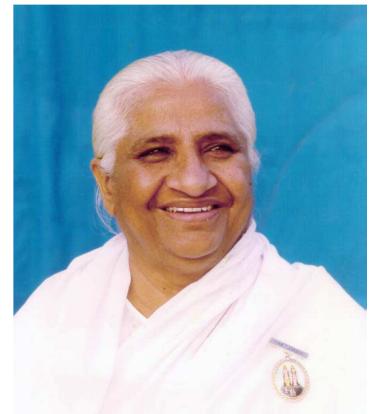


০৪.দাদাজিৰ মহাবাক্য

যখন আমি সকালে উঠে বাবার সরণে বসি তখন আমি নিজেকে চেক কৰী যে
আমি কি বর্দাতার বর্দানের পাত্র আঢ়া হয়েছি |আমাদেরকে এই সময়ে বাবার
কাছ থেকে অনেক আশির্বাদ নিয়ে নিজের ঝোলী ভরতে লাগবে |বাবা
আশির্বাদ দিয়ে আমার ভান্ডার ভবে দিয়েছে |আমি এমন কোনো কাজ কেন
করব যে আমার পাওয়া সব আশির্বাদের ভান্ডার খালি হয়ে যায় |আমার এই
সংকল্প সদা সাথে থাকে যে আমাকে আশির্বাদ দিয়ে নিজের ঝলি ভরতে লাগবে
প্রতেকে যেন আমাকে আশির্বাদ করে,আমি যেন আশীর্বাদের ভান্ডার ভবে যেন বাবার ঘরে যেতে পারি
।তোমাদের সকলের অশির্বাদই হলো বাবার আশির্বাদ |আমাকে প্রতেক সেকলে তোমাদের সকলের
কাছ থেকে আশির্বাদ নিতে হবে |আমাকে আশির্বাদ নিতে হবে,আশির্বাদ দিতে হবে,কারো অশুভ
ভাবনা নিতে হবে না |এটাই হলো পুরুষাতের সবচে বড় সাধন |সদা এই সংকল্প যেন থাকে যে আমাকে
সকলের আশির্বাদ নিতে হবে তা হলেই আমার সংকল্প,বৃত্তি,বাণী সব কিছুই সফল হয়ে যাবে |আমার
এক মুহূর্ত যদি অসফল করী মানে অশুভ ভাবনা গ্রহণ করা;সফলতা আমনে আশির্বাদ |এটাই হলো
অনেক বড় পুরুষাত |



আমরা হলাম শান্ত যোগী |যোগীর শরীর,দৃষ্টি,বৃত্তি,বাণী সব শান্ত(শীতল)হবে |শীতলতায় হলো আমাদের
জীবনের বর্দান |বাষ্পাদের কঞ্চোল করা আমাদের কর্তব্য তবে তাওয়ার মতো গরম হয়ে লাল-হলুদ
হওয়া ইটা আমাদের কর্তব্য নয় |নিজেদের পুরাণে সংস্কার জাগরিত করা আমাদের কর্তব্য নয় |

কেউ কেউ বলে যে আমার যতটা খুশি থাকা দরকার ততটা নেই |আমি ওদের বলি যে বাবাকে পেয়েছ
মানে সব কিছু পেয়ে গেছ,রাজ ভ্যাগ্য পেয়ে গেছ,বাবার কাছ থেকে সর্ব বর্দান পেয়ে গেছ,তো
আমাদের এখন আর কোন বস্তু লাগবে খুশি থাকার জন্য ?আবার কেউ কেউ বলে যে দুঃখ নেই কিন্তু
খুশিও নেই |তো নিশ্চই মধ্যে থালে কোনো কিছু খুশিকে আটকে দিচ্ছে |আমাদের আধার হচ্ছে
বাবা,আমরা “বাবা” অক্ষরই খালি পরেছি,এই বিন্দুতেই সব কিছু এসে যায় তো আমার খুশি কেন
থাকবে না ?

আমরা হলাম প্রেমের সাগরের পালনে পালা বাষ্পা |আমরা বাবাকে বলি যে বাবা আমরা এই পুরাণে
দুনিয়ার থেকে সন্তান নিয়েছি,আমরা হলাম সন্তানী,বৈরাগী |আমাদের এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে
আমরা দেবতা ছিলাম আবার দেবতা হতে লাগবে,এটাও আমার নিশ্চয় আছে |সফলতা হলো
আমাদের জন্ম জন্মান্তরের অধিকার,আমরা আগের থেকেই জয়ী হয়ে আছি |যতই বিষ্ণু আসুক না কেন
কিন্তু সফলতা আমাদের আগের থেকেই হয়ে আছে |

আজ্ঞা,ওম শান্তি ।

